ভালো নিয়্যতের বরকত

- নিয়্যতের বরকতে মাগফিরাতের চমৎকার ঘটনা
- নেক্কারদের অনুসরণও উত্তম কাজ
- উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষত্ব
- জামাআত সহকারে নামায পড়ার অভিনব আগ্রহ
- সর্বপ্রথম কি শিখা ফরয?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "নেকীর দাওয়াত" এর ৯৬-১১২ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে।

ভালো নিয়্যতের বরকত

আত্তারের দোয়া:

হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি **"ভালো নিয়্যতের বরকত"** রিসালাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তার সকল নেক কাজ তোমার দরবারে কবুল করো আর তাকে জান্নাতুল ফিরদৌসে আপন **প্রিয় আখেরী নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়া সৌভাগ্য দান করো। اٰمِين

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন লোকদের মাঝে আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়েছে। **(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিয়্যতের বরকতে মাগফিরাতের চমৎকার ঘটনা

বর্ণিত আছে, এক অনারব ব্যক্তি এমন কিছু আরব লোকের পাশ দিয়ে চলছিল যারা ঠাট্টা-মশকারায় লিপ্ত ছিল।

www.dawateislami.net

(আরবী বাক্য শুনে) সে অনারব গরীব লোকটি মনে করল; এ লোকেরা **আল্লাহ পাকের** যিকিরে মশগুল রয়েছে। সে ভাল নিয়্যতে তাদের মত বলতে আরম্ভ করে দিল। কথিত রয়েছে, **আল্লাহ পাক** ভাল নিয়্যতের কারণে সেই অনারব লোকটিকে ক্ষমা করে দেন। **(কুতুল কুলুব, ২য় খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)**

ভাল নিয়্যত করা কঠিন, তার চেয়ে পিঠে বেত্রাঘাত সহ্য করা অনেক সহজ

ভাল ভাল নিয়্যত করার জন্য আবশ্যক মনকে উপস্থিত রাখা। যে ব্যক্তি ভাল নিয়্যতে অভ্যস্ত নয়, তাকে শুরুতে কষ্ট করে হলেও এর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তাই শুরুতে এর জন্য মাথা নত করে, চোখ বন্ধ করে মনকে বিভিন্ন খেয়াল হতে মুক্ত করে এক মন এক ধ্যান হয়ে যাওয়া উপকারী। এদিক-ওদিক তাকিয়ে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ চুলকিয়ে, কোন বস্তু রাখতে বা নিতে গিয়ে কিংবা তাড়াহুড়ো করে যদি নিয়্যত করতে চান তাহলে হয়ত তা হয়ে উঠবে না। নিয়্যতের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নিয়্যতের গুরুত্বের উপর দৃষ্টি রেখে আপনাকে খুব গাম্ভীর্যতার সাথে প্রথমে নিজের মনমানসিকতা তৈরী করতে হবে। হযরত সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

নুয়াইম বিন হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের পিঠে বেত্রাঘাত সহ্য করা, ভাল নিয়্যতের তুলনায় অনেক সহজ।

(তানবীহুল মুগতাররীন, ২৫ পৃষ্ঠা)

দুনিয়াবী নেয়ামতের কারণে আখিরাতে নেয়ামত কমে যাবে

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের মাধ্যমে উপকার ভোগ করা গুনাহের কাজ নয়। কিন্তু সে ব্যাপারে অবশ্যই প্রশ্নের শিকার হতে হবে, আর যে ব্যক্তি হিসাব-নিকাশে ব্যর্থ হয় সে ধ্বংস হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মুবাহ্ বস্তু ব্যবহার করে, যদিও সে কারণে কিয়ামতে তার শাস্তি হবে না, তথাপি ঐ পরিমাণ নেয়ামত আখিরাতে তার জন্য কম হয়ে যাবে। একটু ভাবুন তো! কত বড় ক্ষতির কথা যে, মানুষ ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত অর্জন করার জন্য কতই তাড়াহুড়ো করে, অথচ এর বিনিময়ে আখিরাতের নেয়ামতের কম হওয়ার মাধ্যমে ক্ষতির শিকার হয়। **(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

দুনিয়াবী লাজ্জাত কা দিল ছে মিটা দেয় শওক তু,
কর আতা আপনি ইবাদত কা ইলাহী যওক তু।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!!

সুগন্ধি ব্যবহার করার নিয়্যত

আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামতরাজির মধ্যে সুগন্ধিও একটি প্রিয় নেয়ামত। এটি ব্যবহার করা মুবাহ (অর্থাৎ সাওয়াবও না, গুনাহও না)। এই নেয়ামতটি এভাবে ব্যবহার করা চাই, যেন ইবাদতে পরিণত হয়ে যায় এবং সাওয়াবও পাওয়া যায়। যেমনিভাবে, এটিকে ইবাদতে পরিণত করার জন্য ভাল ভাল নিয়্যত করতে হবে। যখনই কোন কাজ করতে যাবেন, এমনি এমনি আরম্ভ করে দিবেন না, প্রথমে একটু থামুন, মনকে জোর দিয়ে ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন। যেমন- আপনি সুগন্ধি লাগাচ্ছেন, এর বোতল হাতে নেওয়ার আগে আর যদি উঠিয়েও ফেলেন, তাহলে খুলবার আগে একাগ্রতার সাথে মাথা নুইয়ে না হয় চোখ বন্ধ করে প্রশান্তভাবে খুবই মনোযোগ সহকারে সুগন্ধি লাফানোর ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন। আতর লাগানোর মাধ্যমে বিভিন্ন সাওয়ার অর্জনের পরামর্শ দিতে গিয়ে মুহাক্কিক আলাল ইতলাক,

www.dawateislami.net

খাতেমুল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: মুবাহ কাজগুলোতেও ভাল নিয়্যত করার মাধ্যমে সাওয়াব লাভ করা যায়। যেমন; সুগন্ধি ব্যবহারে সুন্নাতের অনুসরন, (মসজিদে যাওয়ার সময় লাগালে) মসজিদের সম্মানের নিয়্যতও করা যেতে পারে। মস্তিষ্কের সতেজতার নিয়্যতও করা যেতে পারে এবং ইসলামী ভাইদের কাছ থেকে নিজের শরীরের দুর্গন্ধ দূর করার নিয়্যতও হতে পারে। এভাবে প্রত্যেক নিয়্যতের আলাদা আলাদা সাওয়াব মিলবে। (আশিআতুল লুমআত, ১ম খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা)

এখানে পরিবেশ অনুযায়ী আরো নিয়্যতও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন: بِسْمِ اللهِ বলে আতরের শিশির হাতে নিব। بِسْمِ اللهِ বলে মুখ খুলব। بِسْمِ اللهِ বলে বন্ধ করব। মুসলমানদের ও ফেরেশতাদেরকে সুগন্ধি দ্বারা আনন্দ দান করব। (বিশেষ করে গরমের দিনে কাপড়ে যদি ঘামের দুর্গন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই নিয়্যতও করা যায় যে) নিজের শরীর হতে দুর্গন্ধ দূরীভূত করে মুসলমানদেরকে গীবত থেকে বাঁচাব। (নামাযের আগে লাগানোর সময় এই নিয়্যতও করে নেওয়া যায় যে,) নামাযের জন্য সৌন্দর্য বর্ধন করব। সুগন্ধির

www.dawateislami.net

ঘ্রাণ নিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করব। (সুগন্ধি একটি নেয়ামত, তাই ব্যবহার করাতে ও ঘ্রাণ নেয়াতে **আল্লাহ পাকের** শুকরিয়া স্বরূপ) اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলব। সুগন্ধি লাগাব যেন জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। এতে দ্বীনি বিধি-বিধান (দ্বীনি তালীম, দ্বীনি পাঠ, **সুন্নাতে ভরা** বয়ান ইত্যাদি) বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবো। **ইহইয়াউল উলুমে** বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেছেন: 'যে ব্যক্তির সুগন্ধি উন্নতমানের হবে, তার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।' **(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)**

সুগন্ধি লাগানোতে মন্দ নিয়্যতের চিহ্নিত করণ?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুগন্ধি লাগানোর সময় শয়তান বেশি বেশি ভুল নিয়্যতে লিপ্ত করিয়ে দেয়। তাই সুগন্ধি লাগানোর সময় ভাল ভাল নিয়্যত করার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এই নিয়্যতে সুগন্ধি লাগানো যেন, লোকেরা প্রশংসা করে, অথবা দামী সুগন্ধি লাগিয়ে লোকজনের কাছে ধনী হবার ভাব দেখানো। এমতাবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহারকারী

www.dawateislami.net

লোকটি গুনাহগার হবে, আর তার সেই সুগন্ধি কিয়ামতের দিন মৃত লাশ হতেও বেশি দুর্গন্ধে পরিণত হবে। (প্রাগুক্ত)

দুনিয়া পছন্দ করতি হে আতর গোলাব কো
লেকিন মুঝে নবী কা পসীনা পছন্দ হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন আমলের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে **নেক কাজের** রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখের মধ্যে আপনার এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় মন্দ নিয়্যত ইত্যাদি থেকে মুক্তি লাভ করা সহ ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ে উঠবে। কাওরাঙ্গীর (বাবুল মদীনা, করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সারমর্ম শুনুন: আমার সেনা বাহিনীতে চাকুরি ছিল, আর আমি মডার্ণ যুবক ছিলাম। অবশ্য নামায পড়তাম, আম্মাজানের অসুস্থতার কারণে আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। এক ইসলামী ভাই **ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ** এর মাধ্যমে **মাদানী**

www.dawateislami.net

কাফেলায় সফর করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। আমি অপারগতা প্রকাশ করে তাকে বললাম: আম্মাজান খুবই অসস্থ। এমন অবস্থায় তাঁকে রেখে সফর করতে পারব না। তিনি পরামর্শ দিলেন: আপনি শুধু **মাদানী কাফেলায়** সফর করার নিয়্যতটি কেবল করে নিন। এভাবে যে, যখনই সুযোগ হবে, সফর করে নিবেন। আপনি আজই তাহাজ্জুদ নামাযের পর আম্মাজানের জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করুন। اِنْ شَآءَ الله অবশ্যই **আল্লাহ পাক** দয়া করবেন। তিনি কথাগুলো এমন এক মধুর ভাষায় বললেন: আমার মনে তাঁর কথাগুলো প্রভাব বিস্তার করল। আমিও সফরের নিয়্যত করে নিলাম। রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে খুব কান্নাকাটি করে ফরিয়াদ করলাম। এর পর ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়। যখন ঘরে ফিরে আসি, হতবাক হয়ে আমি কেবল দাঁড়িয়েই রইলাম। কী দেখছি! আমার দুর্বল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত আম্মাজান যিনি নিজে নিজে উঠে টয়লেটেও যেতে পারতেন না, তিনি দেখছি বসে বসে ভালভাবে কাপড় ধৌত করছেন। আমি আরজ করলাম: আম্মাজান! আপনি আরাম করুন। আবার যদি স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। আমি নিজেই কাপড়গুলো ধুয়ে নিব। তিনি বললেন:

www.dawateislami.net

বাবা, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ আমার কোন ব্যথাও নেই, কোন কষ্টও নেই। আজ আমি নিজেকে অত্যন্ত হালকা-পাতলা অনুভব করছি। এ কথা শুনে আমার চোখে আনন্দের অশ্রু বের হয়ে গেল। আমার মনে প্রশান্তির এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হলো। মনে হলো, সফর করার নিয়্যতের বরকতে আমার দোয়া কবুল হয়েছে। ইসলামী ভাইটির সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বললাম। শুনে তিনি আমাকে খুবই বাহ্‌বা দিলেন আর সমবেদনা মূলক পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন: আর দেরি না করে **মাদানী কাফেলা**য় সফর করে নিন, আর আমি আশিকানে রাসূলের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলা**র মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা** সফর এবং আশিকানে রাসূলের সাহচর্যের বরকতে আমাদের ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমার মত মডার্ণ যুবক দাঁড়ি ও পাগড়ীতে সজ্জিত হয়ে সুন্নাতের খেদমতে লিপ্ত হয়ে যাই। আম্মাজান এবং আমার বাচ্চার মা উভয়ে ইসলামী বোনদের ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে। একটু ভাবুন! আমি কেবল **মাদানী কাফেলা**য় সফরের নিয়্যত করেছিলাম, আর সেই কারণে কেবল বরকত আর বরকত হয়ে যায়। জানি না **মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে**

www.dawateislami.net

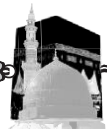

ভরা সফরে কী যে মাদানী বাহারই হয়। হায়! যদি প্রত্যেক্য ইসলামী ভাই প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের **মাদানী কাফেলায়** সফরে অভ্যস্ত হয়ে যেত!

আচ্ছী নিয়্যত কা ফল পাওগে বে বদল, ছব করো নিয়্যতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।
দূর বীমারিয়াঁ আওর না দারিয়াঁ, হোঁ টলেঁ মুশকিলেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **মাদানী কাফেলায়** সফরের নিয়্যতকারীর কাজ সফল হয়ে গেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সম্পদের নিরাপত্তার পাশাপাশি পরিবারের সকলের জন্য আখিরাতের শান্তি পাওয়ার জন্য তৈরি হবার পাথেয়ও অর্জিত হয়ে গেছে। বাস্তবেই ভাল নিয়্যত তো ভাল নিয়্যতই, ভাল নিয়্যতের মাধ্যমে **মাদানী কাফেলায়** সফর করার কথা কী বা বলব!

জুতা পরিধানে যখন বাম পা দিয়ে আরম্ভ করল ...

হুযুর মুহাদ্দিসে আযম হযরত আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বিশ্বস্ত শাগরিদ বলেছেন: আমি ১৯৫৫ সনে যখন দাওরায়ে হাদীস হতে

www.dawateislami.net

ফারেগ হই আর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছিলাম, ভুলে আমি বাম পা দিয়ে জুতা পরা আরম্ভ করলাম। তিনি দেখেই আমাকে তৎক্ষণাৎ ডাকলেন। আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। তিনি (আমাকে **নেকীর দাওয়াত** দিয়ে) বললেন: জুতা পরিধানের সুন্নাত পদ্ধতি হলো, ডান পা দিয়ে আরম্ভ করা, আর জুতা খোলার সুন্নাত পদ্ধতি হলো, প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলবে। (হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ৮৫ পৃষ্ঠা)

জুতা পরিধানের নিয়্যত

যে কাজই হোক না কেন, এমনিতে আরম্ভ করার পূর্বে কিছুক্ষণ থেমে নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি জুতা পরিধান করতে যাচ্ছেন, একটু থামুন, আর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই নিয়্যতগুলো করে নিন: ❋ জুতো পরিধানে সুন্নাতের অনুসরণ করব। ❋ পথ-চলা লোকের জুতার শব্দ যেহেতু **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দ হতো না, সেহেতু পথ চলার সময় বা সিঁড়িতে চড়ার বা নামার সময় যেন শব্দ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখব। ❋ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে জুতো পরিধান করব। ❋ জুতার কারণে পায়ে আঘাত ও আবর্জনা প্রভৃতি থেকে

www.dawateislami.net

রক্ষার চেষ্টা করার মাধ্যমে ইবাদত করায় সাহায্য লাভ করব। ❋ পরিধান কালে ডান পা দিয়ে আরম্ভ করার মাধ্যমে সুন্নাতের অনুসরণ করব। ❋ পরিচ্ছন্নতার সুন্নাত আদায় করব অর্থাৎ পা'কে ময়লা-আবর্জনা থেকে রক্ষা করব। এই ভাবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরও বিভিন্ন ধরণের নিয়্যতও করা যেতে পারে। অনুরূপ জুতা খোলার সময়ও بِسْمِ اللّٰهِ পড়া, বাম পা দিয়ে আরম্ভ করা, সুযোগ সাপেক্ষে বুজুর্গদের অনুসরণ করতে গিয়ে জুতার সামনের দিককে কিবলামুখী রাখা ইত্যাদির নিয়্যত হতে পারে। জুতাকে কিবলামুখী রাখা সম্পর্কে বর্ণিত আছে: হুযুর মুহাদ্দিসে আযম হযরত মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর শাগরিদ ও মুরীদ হযরত কিবলা মুফতি আবদুল লতীফ ছাহেব رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর সাহচর্যে কিছু দিন কাটাবার সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখকের) সৌভাগ্য হয়। সে দিনগুলোতে মুফতি সাহেবের এই আমলগুলো দেখা যায়, তিনি আমাদের এলোমেলো ভাবে রাখা জুতা ও চপ্পলগুলোর মুখ নিজ হাতে কিবলার দিকে করে দিতেন। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন: আমি আমার ওস্তাদ হুযুর মুহাদ্দিসে আযম মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কে দেখেছি যে, তিনি কেবল জুতা নয়, বরং প্রতিটি

www.dawateislami.net

জিনিসই কিবলার দিকে করে রাখাকে পছন্দ করতেন, আর এই আমল হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত করলেন যে,

লোটা কিবলামুখী হয়ে গেল

এক বার জীলান শরীফের মাশায়িখে কিরামের একটি দল হুযুর সায়্যিদুনা গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে হাজির হলেন। তাঁরা তাঁর লোটা শরীফটিকে কিবলামুখী-বিহীন দেখতে পেলেন। (তাঁরা সেটির দিকে গাউছে আযমে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে) তিনি আপন খাদিমের দিকে জালালী দৃষ্টিতে দেখলেন। সে খাদিম তাঁর জালালী দৃষ্টির প্রভাব সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ পড়ে গিয়ে চটপট করতে করতে ইন্তিকাল করলেন। তিনি এক নজর লোটাটির দিকে দিলেন। সাথে সাথে সেই লোটাটি কিবলামুখী হয়ে গেল। (বাহজাতুল আসরার, ১০১ পৃষ্ঠা)

নেক্কারদের অনুসরণও উত্তম কাজ

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যাকে কেউ ভালবাসে তার সব কিছুই তার কাছে ভাল লাগে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه হুযুর গাউছে আযম

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও হুযুর মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখকের) অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তাই যখন থেকে আমি জানতে পারলাম, তাঁর এই কর্ম পদ্ধতি ছিল, সেই সময় থেকে তাঁর কর্মপদ্ধতিকে অভ্যাসে পরিণত করে নিলাম, আর আমার লোটা, চপ্পল সহ সব কিছুর সম্মুখ দিক যেন কিবলামুখী হয়ে থাকে সে বিষয়ে চেষ্টা করতে থাকি। ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে আল্লাহ-ওয়ালাদের অনুসরণে নিঃসন্দেহে বরকতই বরকত নিহিত রয়েছে।কেন থাকবে না, কারণ! **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার, রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ অর্থাৎ বরকত তোমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সাথেই রয়েছে।"

(আল মুজামুল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৯৯১)

জুতা পরিধানের ৭টি মাদানী ফুল

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'১০১ মাদানী ফুল'** নামক রিসালার ১৭ থেকে ১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **(১)** "অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো কেননা মানুষ

www.dawateislami.net

যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)।" (মুসলিম শরীফ, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৯৬) **(২)** জুতা পরিধানের আগে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। কথিত আছে: কোন জায়গায় দাওয়াত থেকে অবসর হয়ে এক ব্যক্তি যখনই জুতা পরিধান করল, সে চিৎকার করে উঠল আর তার পা রক্তাক্ত হয়ে গেল। আসলে ঘটনা হলো যে, খাওয়ার সময় কেউ ধারাল হাড় নিক্ষেপ করেছিল। ফলে তা জুতার ভিতর ডুকে গিয়েছিল, আর পরিধানকারী জুতা না ঝেড়ে পরিধান করে নেয়। ফলে পা রক্তাক্ত হয়ে যায়। **(৩)** সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান করুন এরপর বাম পায়ের। খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত আর যখনই জুতা খুলে, তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পা জুতা পরিধানের সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়।" (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৮৫৫) **'নুজহাতুল ক্বারী'** কিতাবে রয়েছে: মসজিদে প্রবেশ করার সময় হুকুম হচ্ছে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হওয়ার সময় এর বিপরীত

www.dawateislami.net

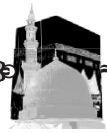

করা অর্থাৎ প্রথমে বাম পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া। কিন্তু এ হাদীস অনুসারে জুতা পরিধানের পদ্ধতিগত নিয়মের উপর আমল করা কঠিন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সমাধান এভাবে দিয়েছেন, যখনই মসজিদে যাওয়া হয় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে পা জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পায়ের জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করুন আর মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা বের করে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পা বের করে জুতা পরিধান করে নিন এরপর বাম পায়ের জুতা পরিধান করে নিন। (নুজহাতুল ক্বারী, ৫ম খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি সর্বদা জুতা পরিধান করার সময় ডান পায়ে এবং খোলার সময় বাম পা দ্বারা শুরু করে। সে প্লীহার রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। (হায়াতুল হায়ওয়ান, ২য় খন্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা) **(৪)** পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরিধান করবে। **(৫)** কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে বলল: এক মহিলা (পুরুষের মত) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন: **"রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালীমেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন।" (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৯৯) সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

বলেন: অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরিধান করা উচিত নয় বরং ঐ সমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ঐ সকল বিষয়ে একে অপরের অনুসরণ করা নিষেধ। পুরুষ মেয়ে সুলভ আকার ধারণ করবে না, মহিলাগণ পুরুষ সুলভ আকার ধারণ করবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা) (৬) যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন, এতে পা আরাম পাবে। (৭) দারিদ্রতার একটি কারণ হলো: জুতা উল্টো অবস্থায় দেখে সেগুলোকে ঠিক না করা। হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১৬তম খন্ড ও ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদাব'** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করুন।

আ'লা হযরতের খেদমতে প্রশ্ন

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে প্রশ্ন করা হলো: কতিপয় গরীব মুসলমান নামাযের প্রচারের জন্য পায়ে হেঁটে শহরের বাইরের বিভিন্ন গ্রামে রোদ ও পিপাসার কষ্টকে সহ্য করে কোন

www.dawateislami.net

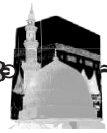

বিনিময়ের আশা না রেখে ফি সবীলিল্লাহ চলে যায় আর পরের দিনে ফিরে আসে। তাদের কেউ কেউ ক্ষুধা আর পিপাসার জ্বালাও সহ্য করেছে। তাদের প্রচেষ্টায় প্রায় একশত মুসলমান নামাযের অনুসারী হয়ে গেছে। তাদের কি কোন বিনিময় দেওয়া যাবে? যাতে করে ভবিষ্যতে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আমাদের এই ভাল কাজের ব্যাপারে একজন বলল: এতে বিনিময়ের কী রয়েছে! যে নামায পড়বে সে তার নিজের জন্যই পড়বে, তোমরা কেন শুধুশুধু চেষ্টা করে যাচ্ছ - এই লোকটির এ কথা বলা কেমন, যে লোকদের আগ্রহ নষ্ট করছে?

আ'লা হযরতের জবাব

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এভাবে জবাব দিলেন: নামাযের প্রতি আহ্বান কারীদের জন্য তাদের নিয়্যতের উপরই মহান বিনিময় রয়েছে। **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ পাক** যদি তোমাদের মাধ্যমে কাউকে হেদায়াত দান করে থাকেন, তাহলে এটি তোমাদের জন্য তোমাদের নিকট

www.dawateislami.net

লাল উট থাকার চেয়েও উত্তম।" (সহীহ মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪০৬) কাউকে হেদায়াত করতে যাওয়ার জন্য যতটি পদক্ষেপ সে দিবে, প্রতিটি পদক্ষেপে দশটি করে নেকী রয়েছে। যেমন; **আল্লাহ পাক** ২২ পারায় সূরা ইয়াসীনের ১২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন: وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَ اٰثَارَهُمْ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "আমি লিপিবদ্ধ করেছি যা তারা আগে প্রেরণ করেছে এবং যেসব নিদর্শন পিছনে রেখে গেছে।" (পারা : ২২, সূরা: ইয়াসীন, আয়াত: ১২) 'কেন শুধুশুধু চেষ্টা করে যাচ্ছ'-এ কথা বলা শয়তানী উক্তি। اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা" ফরয। ফরয থেকে নিষেধ করা শয়তানী কাজ। (শিকার করার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও) বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে যারা (শনিবার) মাছ শিকার করেছিল তাদেরকে বানর বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর যারা তাদের নসিহত করাকে নিষেধ করে দিয়েছিল তারাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নিষেধকারীদের উক্তি ৯ম পারার সূরা আরাফের ১৬৪ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে: لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَاِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "কেন সদুপদেশ দিচ্ছো ঐসব লোককে যাদেরকে **আল্লাহ** ধ্বংসকারী কিংবা কঠোর শাস্তিদাতা।"

www.dawateislami.net

(তাহলে গুনাহ থেকে নিষেধকারীদেরকে গুনাহ্ থেকে নিষেধ করার মত সৎকাজ থেকে নিষেধকারীরাও) ধ্বংস হয়ে গেছে এবং নসিহতকারীরা নাজাত পেয়েছেন, আর 'এতে (অর্থাৎ নামাযের প্রতি আহ্বান কারীদের কাজে) কী বা রাখা হয়েছে'-বলা অত্যন্ত খারাপ উক্তি। এ রকম উক্তিকারীদের নতুন সূত্রে ইসলাম গ্রহণ করা এবং নতুন সূত্রে বিবাহ পড়া আবশ্যক। وَاللّٰهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ **(আল্লাহ পাকই** সব চেয়ে ভাল জানেন।}

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া হতে, ৫ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)

'লাল উট' দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই বরকতময় ফতোয়ায় **নেকীর দাওয়াত** প্রদানকারীদের কাজে বাধা সৃষ্টিকারীদের 'তোমরা কেন শুধুশুধু চেষ্টা করে যাচ্ছ?'-এই কথাকে শয়তানী কথা বলে ঘোষণা করে এর ভৎসনা করা হয়েছে। এখানে সেসব লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা কখনও কখনও মুবাল্লিগদের বলে থাকেন 'বাদ দাও তো, তাকে বুঝানোতে কী লাভ? এরা তো নেকির কথা মানবেই না' (গুনাহ্ ছাড়েই না, সংশোধনও হয় না, সত্য পথে আসে না) -এ রকম কথা সম্পূর্ণ ভুল। নিঃসন্দেহে

www.dawateislami.net

কাউকে বুঝানো উপকারশূণ্য নয়। ভালো নিয়্যত থাকলে সংশোধনের জন্য বুঝানো সাওয়াবের কাজ। তাহলে কি সাওয়াব অর্জনে উপকার নেই? 'এরা তো মানছেই না' বলে আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন? আপনি কি এ কথা মানেন না যে, একজন মুবাল্লিগের কাজ 'মানিয়ে নেওয়া' নয়, বরং 'পৌঁছিয়ে দেওয়া'। মানিয়ে নেওয়ার জন্য একমাত্র মহান সত্তা **আল্লাহ পাকই**। এই ফতোয়াটিতে **মুসলিম শরীফের** এই হাদীস শরীফটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, "**আল্লাহ পাক** যদি তোমাদের মাধ্যমে কোন একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করে থাকেন, তাহলে এটি তোমাদের জন্য তোমাদের কাছে লাল উট থাকার চেয়েও উত্তম।" (মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪০৬) হযরত আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনে শরফ নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন: 'লাল উটকে আরবগণ মহা মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করত। তাই উদাহরণ স্বরূপ লাল উটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়ার জিনিস দিয়ে আখিরাতের উপমা দেয়া মানে কেবল বুঝাবার চেষ্টা করা। না হয় বাস্তবতা এই যে, সর্বদা স্থায়ী আখিরাতের একটি মাত্র অণুও দুনিয়া ও এরকম যত যত দুনিয়া কল্পনা করা যায় তা থেকেও উত্তম।' (শরহে মুসলিম লিন নববী, ১৫ খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদিসের টীকায় লিখেছেন: 'অর্থাৎ একজন কাফেরকে মুসলমান বানানো দুনিয়ার সকল দৌলত থেকেও উত্তম, শুধু তাই নয় বরং একজন কাফেরকে হত্যা করার চাইতেও উত্তম। কারণ, তাকে উদ্বুদ্ধ করতঃ মুসলমান বানিয়ে নেওয়া হবে যে, **আল্লাহ পাক** চাইলে তার বংশে আগত বংশধরদের সবাই মুসলমান হবে।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ৮ম খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)

শিখ্নে সুন্নতেঁ কাফেলে মেঁ চলো,
লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।
হোঁঙ্গি হল্ মুশকিলেঁ কাফেলে মেঁ চলো,
পাওগে বরকতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী কাফেলায় সফরের ৪৪টি নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট পেশকৃত প্রশ্নের মাধ্যমেও বুঝা যায় যে, নামাযের প্রতি আগ্রহী সেই যুগের মুসলমানরাও **নেকীর দাওয়াত** দেওয়ার জন্য কাফেলায় সফর করতেন, আর এখন তো ফয়যানে রযার মাধ্যমে সেই মাদানী কাজের জন্য আশিকানে রাসূলের

www.dawateislami.net

মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**ও সুপ্রতিষ্ঠিত[১]। **মাদানী কাফেলা**র মুসাফিরদের তরী তো পার করিয়েই দিচ্ছে, পাশাপাশি অনেক নেক আমল সঞ্চয় করিয়ে দিচ্ছে। এই **মাদানী কাফেলায়** সফরে যত ভালো ভালো নিয়্যত করে নিবেন, اِنْ شَآءَ الله তত সাওয়াবও বাড়তে থাকবে। যেমন; অবস্থার প্রেক্ষিতে এ নিয়্যতগুলো করতে পারেন:

❋ যদি শরয়ী সফর হয়ে থাকে, তবে সফরে বের হবার পূর্বে ঘরে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে নিব। ❋ নিজের ব্যক্তিগত টাকায় সফর করব। ❋ নিজের ভাগের অংশ খাব। ❋ প্রতি বারেই আরোহণের দোয়া পড়ব আর সুযোগ পেলে পড়াব। ❋ কোন ইসলামী ভাইয়ের যদি জায়গা না হয়, তার জন্য বসার জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাকে জোর করে বসাব। ❋ বাসে বা রেল গাড়িতে কোন বৃদ্ধ কিংবা অসুস্থ দেখতে পেলে তার জন্য বসার জায়গা ছেড়ে দেব। ❋ **মাদানী কাফেলা**র অংশগ্রহণকারীদের সেবা করব। ❋ আমীরে কাফেলার আনুগত্য করব। ❋ মুখে, চোখে ও পেটে কুফ্‌লে মদীনা লাগাব। অর্থাৎ অযথা কথাবার্তা, অযথা

১ যার মাদানী বার্তা এই কিতাব লিখা পর্যন্ত দুনিয়ার প্রায় ১৮৭টি দেশের মধ্যে পৌছেছে ।

www.dawateislami.net

এদিক সেদিক দেখা ইত্যাদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব এবং ক্ষুধা থেকে কম খাব। ❋ সফরেও **নেক আমলের** ধারাবাহিকতা জারী রাখব। ❋ অযু, নামায ও কুরআন তিলাওয়াতে যেসব ভুল হয়, তা আশিকানে রাসূলের সাহচর্যে থেকে ঠিক করে নিব। (যার জানা থাকবে, সে শিক্ষা দানের নিয়্যত রাখবে)। ❋ সুন্নাত ও দোয়া সমূহ শিখব। ❋ অন্যদের শিখাব। ❋ সে অনুযায়ী আজীবন আমল করতে থাকব। ❋ সমস্ত ফরয নামায মসজিদের প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে আদায় করব। ❋ তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশ্‌ত্‌ এবং আওয়াবীনের নামাযগুলো আদায় করব। ❋ এক মুহূর্ত সময়ও অযথা নষ্ট করব না। অবসর পেলে **আল্লাহ পাকের** যিকির করতে থাকব, দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকব। (দরস ও বয়ান চলাকালে কিছু না পড়ে নীরব হয়ে শুনে থাকব)। ❋ **'সদায়ে মদীনা'** দিব। অর্থাৎ ফজর নামাযের জন্য মুসলমানদেরকে জাগিয়ে দেব। ❋ পথে যখনই মসজিদ দেখতে পাব, উচ্চ আওয়াজে 'صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب' বলে 'صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد' বলব এবং বলিয়ে নিব। ❋ বাজারে যেতে হলে বিশেষ করে নিচের দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে চলতে দোয়া পাঠ করব। সুযোগ পেলে পড়াব।

www.dawateislami.net

❋ পথে মুসলমানদের সাথে উৎফুল্লভাবে সাক্ষাৎ করব। ❋ বেশি বেশি **'ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ'** করব। ❋ পাশাপাশি **মাদানী কাফেলা**য় সফর করার জন্য মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ ও তৈরি করে নিব। ❋ **নেকীর দাওয়াত** দিব। ❋ দরস দিব। ❋ সুযোগ পেলে **সুন্নাতে ভরা** বয়ান করব। ❋ কাফেলা যেখানে যাবে সেখানকার কোন বুজুর্গের মাজার শরীফে **মাদানী কাফেলা**র সাথে উপস্থিত হব। ❋ সুন্নী আলিমদের সাথে সাক্ষাৎ করব। ❋ **মাদানী কাফেলা**র কোন মুসাফির যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তার সেবা করব। ❋ কোনো মুসাফিরের টাকা শেষ হয়ে গেলে আমীরে কাফেলার পরামর্শ সাপেক্ষে তাকে আর্থিক সাহায্য করব। ❋ সফরে নিজের জন্য, ঘরের সদস্যদের জন্য ও মুসলিম উম্মাহর জন্য মঙ্গলের দোয়া করব। ❋ যে মসজিদে অবস্থান নিব, সেখানকার অযুখানা ও মসজিদ ঝাড়ু দেব। ❋ কেউ যদি বিনা কারণে কঠোরতা প্রদর্শন করে, তবে ধৈর্য্য ধারণ করব। ❋ বিভিন্ন কারণে রাগ এসে গেলেও 'কুফ্‌লে মদীনা' লাগিয়ে মুখ বন্ধ রাখব। ❋ মসজিদে যদি **মাদানী কাফেলা**র জন্য অবস্থান করার অনুমতি না মিলে থাকে, কারো প্রতি রাগ না দেখিয়ে

www.dawateislami.net

বরং নিজের ইখলাসের কমতি মনে করব এবং **মাদানী কাফেলা**র সাথে হাত তুলে নেক দোয়া করে ফিরে যাব। ❁ কেউ যদি ঝগড়া করে থাকে তাহলে সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও তার সাথে ঝগড়া না করে হাদীস শরীফে প্রদত্ত সেই সুসংবাদের অংশীদার হব যে হাদিসে **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া করে না, তার জন্য আমি নিজেই জান্নাতের (ভিতরের) প্রান্তে একটি ঘরের জামিন হলাম।" (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮০০) ❁ কেউ যদি অত্যাচারমূলক মেরেও থাকে, তাহলে সেটির জবাব না দিয়ে বরং শুকরিয়া আদায় করব যে, এতে করে **আল্লাহ**র রাস্তায় মার খাওয়া সুন্নাতে বেলালী আদায় হবে। ❁ আমার কারণে যদি কোন মুসলমানের মনে কষ্ট আসে, তাহলে সাথে সাথে বিনয়ের সাথে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব। ❁ যেহেতু সর্বদা এক সাথে অবস্থান করার কারণে অপরের হক বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে, সেজন্য ফেরার সময় প্রত্যেকের কাছে এক এক করে অত্যন্ত নম্রতার সাথে ক্ষমা চেয়ে নিব। ❁ (শরয়ী) সফর থেকে ফেরার সময় পরিবার-পরিজনদের জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার সুন্নাত আদায় করব।

❋ (সফর যদি শরয়ী হয়ে থাকে তাহলে) মসজিদে এসে মাকরূহ নয় এমন সময়ে সফর থেকে ফিরে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১১০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা শ্রেষ্ঠতম ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানবজাতির মধ্যে সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দকাজ থেকে বারণ করছো, আর **আল্লাহ**র উপর ঈমান রাখছো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা সৌভাগ্যবান

সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ পাকেরই** জন্য, আমরা সৌভাগ্যবান। এ কারণে যে, **আল্লাহর হাবীব, ছরওয়ারে কায়েনাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়ার দামন আমরা

www.dawateislami.net

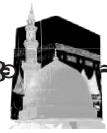

গুনাহ্গারদের হাতেই এসেছে। নিঃসন্দেহে **আমাদের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত নবী-রাসূলদের মাঝে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সেরা। তাঁরই সদকায় তাঁর উম্মতেরাও বিগত (অর্থাৎ অন্যান্য নবী-রাসূলদের) সমস্ত উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কখনও এটা নয় যে, এই উম্মতে নেতা প্রকৃতির লোকের সংখ্যা বেশি হবে কিংবা এরা পার্থিব ভাবে সর্বাধিক শিক্ষিত হয়ে থাকবে, এদের মধ্যে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা বেশি হবে। শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এটাও নয় যে, এরা যোদ্ধা, বীর বাহাদুর বা শক্তিশালী হবে অথবা এ কারণেও নয় যে, এরা বেশি চালাক ও চতুর হয়ে থাকবে, বরং এদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, এরা সৎকাজে আহ্বানকারী ও অসৎকাজ হতে নিষেধকারীর পদে সমাসীন হবে। আমরা যেন এই সুমহান পদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি, **আল্লাহ পাক** আমাদের সেই তৌফিক দান করুক।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের সংজ্ঞা

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'তাফসীরে নঈমীতে' اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ অত্র আয়াতে করীমার টীকায়

www.dawateislami.net

লিখেছেন: اَلْمَعْرُوْفُ ও اَلْمُنْكَرْ এ মুস্তাহিব্বাত থেকে ঈমানিয়াতের (অর্থাৎ মুস্তাহাব থেকে শুরু করে ইসলামী আকাইদ পর্যন্ত) সমস্ত মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এবং মাকরূহাত থেকে কুফরীয়াতের (অর্থাৎ মাকরূহ বিষয়াদি থেকে শুরু করে যে কোন ধরণের কুফরী পর্যন্ত) সব কিছু শামিল রয়েছে। اَمْرٌ (শব্দের অর্থ আদেশ) অর্থাৎ (এখানে) আদেশ দ্বারা যে কোন ধরণের আদেশকেই বুঝায়, মৌখিক হোক আর লিখিত, শক্তি প্রয়োগ করে হোক, বড়দের প্রতি আবেদনের মাধ্যমে হোক, কিংবা সাথীদেরকে পরামর্শ দানের মাধ্যমে, অথবা ছোটদের চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ তোমাদের মিশন হলো, যে কোন **নেকীর দাওয়াত** দেওয়া, যে কোন সৌন্দর্য যে করেই হোক প্রচার প্রসার করা, যে কোন মন্দ ও অসৎকাজ যে কোন ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া, লোকদেরকে সেই মন্দ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। তিনি আরও বলেছেন: উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে: হে আমার মাহবুবের উম্মতেরা! তোমরা হলে আমার 'হেদায়াত' গুণটির 'মাযহার' (প্রকাশকারী)। তাই তোমরা শ্রেষ্ঠতর উম্মত। তোমাদের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বমানবতা উপকার পেতে থাকবে। আমি তোমাদের মাধ্যমে লোকদেরকে ঈমান, কুরআন ও ইরফান বা রবের পরিচিতি দান করব।

www.dawateislami.net

তোমাদেরই মাধ্যমে তাদেরকে জান্নাতের রাস্তা দেখাব। যারা আমার নৈকট্য চায়, তারা যেন তোমাদেরই দলভূক্ত হয়ে যায়। **(তাফসীরে নঈমী, ৪র্থ খন্ড, ৯৫,৮৯ পৃষ্ঠা)**

সুন্নাতেঁ আম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ,
নেক হো জায়েঁ মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধিকাংশ মুসলমান বে-আমলীর শিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের মধ্যে **নেকীর দাওয়াতের** প্রচার-প্রসার করার যে প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়েছে, মনে হয় পূর্বে এমন ছিল না। আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজ মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বে-আমলিতে নিমজ্জিত। নেক আমল করা নিজের পক্ষে খুবই কঠিন এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়া খুবই সহজ হয়ে গেছে। মসজিদগুলো দিন দিন খালি হতে চলেছে, আর সিনেমা হলগুলো ভরপুর হচ্ছে। দ্বীনের প্রতি যারা ভালবাসা রাখে, তারা আজ চারিদিক থেকে বিপদের সম্মুখীন। টিভি, ভিসিআর, ডিস এন্টেনা, ইন্টারনেট আর ক্যাবলের অপব্যবহারকারীরা যেন চক্ষু লজ্জার পর্দা তুলে ফেলেছে।

www.dawateislami.net

প্রয়োজন মিটানোর সুবিধা সমূহ অর্জনের চরম প্রতিযোগিতা অধিকাংশ মুসলমানদেরকে আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা থেকে উদাসীন করে দিয়েছে। গালমন্দ করা, অপবাদ দেওয়া, কুধারণা পোষণ করা, গীবত করা, চুগলখোরী করা, অন্যের দোষ-ত্রুটি খোঁজা, মিথ্যাচারিতা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া, কারো সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করা, রক্তপাত করা, শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া কাউকে কষ্ট দেওয়া, জোরপূর্বক ঋণ আদায় করা, কারো কোন জিনিস ধারস্বরূপ নিয়ে ফিরিয়ে না দেওয়া, মুসলমানদেরকে মন্দ উপাধিতে ডাকা, কারো কোন জিনিস তাকে অসন্তুষ্ট করে অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবহার করা, মদপান করা, জুয়া খেলা, চুরি করা, যেনা করা, ফিল্ম, ড্রামা ইত্যাদি দেখা, গান বাজনা শোনা, সূদের লেনদেন করা, মাতাপিতার না-ফরমানি করা, তাদের কষ্ট দেওয়া, আমানত খেয়ানত করা, কুদৃষ্টি দেওয়া, পুরুষেরা মেয়েদের মত হয়ে চলা, মেয়েরা পুরুষদের মত হয়ে চলা, বেহায়াপনা, অহংকার, হিংসা, রিয়া, কোন মুসলমানের ব্যাপারে মনের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা, শামাতত্ অর্থাৎ কোন মুসলমানের রোগ, কষ্ট ও ক্ষতিতে আনন্দিত হওয়া, রাগের সময় শরীয়াতের সীমালঙ্ঘন করা, গুনাহের প্রতি আসক্তি,

www.dawateislami.net

প্রতিপত্তির লোভ, কার্পণ্য, একনায়ক মনোভাব ইত্যাদি বিষয় আজ আমাদের সমাজে নির্ভয়ে করে যাচ্ছে।

গুনাহ্গার ব্যক্তি অন্যদের জন্যও আপদ

অনেক গুনাহ্ এমন রয়েছে, যেগুলোর কারণে যথারীতি অন্যদেরকেও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন: কেউ যদি চুরির গুনাহ্ করে, তাহলে যার জিনিস চুরি করেছে তারও ক্ষতি হয়ে যাবে, অনুরূপ ডাকাতি করলেও। অস্ত্র দেখিয়ে মোবাইল ফোন ইত্যাদি ছিনতাইকারীরও, দুনিয়াবী ক্ষতি তো আছেই তদুপরী গুনাহ্গারের মূল ও বড় ক্ষতি তো আখিরাতেই। হে সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী আশিকানে রাসূলগণ! গুনাহের চোরাবালিতে পতিত লোকদের কে বাঁচাবে? চারিত্রিক অধঃপতনের দিকে ধাবমান ব্যক্তিকে উন্নতির দিকে কে আনয়ন করবে? জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজে মশগুল ব্যক্তিকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া আমলের দিকে কে ফিরিয়ে আনবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রত্যেককেই একে অপরের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। কিছু সত্য ঘটনা লক্ষ্য করুন। অন্তরে **'নেকীর দাওয়াতের'** জযবা সৃষ্টি করুন।

www.dawateislami.net

মসজিদ তালাবদ্ধ ছিল

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলা** ৩ দিন, ১২ দিন, ৩০ দিন ও ১২ মাসের জন্য **আল্লাহর** রাস্তায় সফর করে থাকেন। আশিকানে রাসূলের এক **মাদানী কাফেলা** সুন্নাত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বাবুল ইসলাম (সিন্ধ)-র এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানকার মসজিদটি ছিল তালাবদ্ধ। লোকদের সাথে যোগাযোগ করে যখন মসজিদটি খোলার ব্যবস্থা করা হলো, **মাদানী কাফেলা**র মুসাফিরেরা যা দেখলেন তাতে তাঁরা বড়ই ব্যথিত হয়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন: বহু দিন থেকে ঝাড়ু না দেওয়ার কারণে মসজিদের দরজা-দেওয়াল সব ধুলো-বালিতে মলিন হয়ে গেছে। এদিক সেদিক সবত্র মাকড়সারা জাল বুনিয়ে রেখেছে। **মাদানী কাফেলা**র অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে বলা হয়: অনেক দিন হয় এখানকার মুসলমানেরা নামায পড়া বাদ দিয়ে দিয়েছে। যে কারণে ইমাম সাহেবও চলে গেছেন। তাই মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আফসোস! মসজিদটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আর গ্রামে

www.dawateislami.net

সর্বত্র গুনাহের আড্ডা চলছিল। বেশির ভাগ দোকানগুলোতে গান-বাজনা ও টিভিতে ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা জমজমাট ছিল।

মসজিদের আশ্চর্যজনক সৌন্দর্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মুসলমানদের অবস্থা কেমন ভাবে খারাপের দিকে ধাবিত হতে চলেছে। অথচ একদিন এমনও ছিল যে, রাতদিন মসজিদগুলো আবাদ হতে চলেছিল। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: 'এক ব্যক্তি আখিরাতের চিন্তায় মসজিদে মসজিদে পড়ে থাকতেন। সংক্ষিপ্ত এই জীবনে যত বেশি পারা যায় উপকার লাভ করে আখিরাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত অর্জন করে নিবেন। ইবাদতকারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে মসজিদের বাইরে ছেলেরা খাবার ও পানীয় জাতীয় বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করত। এভাবে খাবার ও পানীয় জাতীয় দ্রব্যও ইবাদকারীদের সহজলভ্য ছিল। سُبْحٰنَ الله! সেগুলো কী যে পবিত্র যুগ ছিল। মসজিদে রাতদিন সৌন্দর্য বিরাজ করত, আর আজকের

www.dawateislami.net

অবস্থা! হায়! বর্তমানে মসজিদের দুরাবস্থা দেখলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়। হে মৃত্যু অবধারিত জানা ইসলামী ভাইয়েরা! যাদের সম্ভব হালাল উপার্জন, মাতাপিতা-সন্তান-সন্ততির দেখাশোনা সহ অপরাপর সকল বান্দার হকগুলো যথাযথ আদায় করে যে সময়টি আপনি পাবেন, অবশ্যই সেই সময়টিকে যিকির, দরূদ, ফিক্‌রে আখিরাত, সৎসঙ্গ ইত্যাদিতে অতিবাহিত করার চেষ্টা করবেন। (কীমিয়োয়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা) আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন মুহূর্তই **আল্লাহ পাকের** যিকির থেকে শূণ্য কাটেনি। হায়! আমরাও যদি এই অমূল্য সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পারতাম!

ইয়া খোদা কদরে ওয়াক্ত কি দেয় দেয়, কোয়ি লামহা না ফালতু গুজরে।

জামাআত সহকারে নামায পড়ার অভিনব আগ্রহ

আগেকার মুসলমানেরা জামাআত সহকারে নামায আদায় করার প্রতিও খুবই গুরুত্ব প্রদান করতেন। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: ১৮তম পারার সূরাতুন নূরের ৩৭ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ۬ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ ۙ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক যাদেরকে অমনোযোগী করেনা কোন ব্যবসা বাণিজ্য, না বেচাকেনা **আল্লাহ**র স্বরণ থেকে এবং নামায কায়েম রাখা ও যাকাত প্রদান করা থেকে; তারা ভয় করে ঐ দিনকে, যেদিন উল্টে যাবে অন্তর ও চক্ষুসমূহ।

এই আয়াতটি উদ্ধৃত করার পর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোন মুফাসসির লিখেছেন; 'এতে সেসব নেক বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যাদের মধ্যে সেই কামারও ছিল, সে যদি লোহায় আঘাত করার জন্য হাতুড়ি উঠানো অবস্থায় আযান শুনতে পেত হাতুড়িটি লোহায় না মেরে বরং তৎক্ষণাৎ রেখে দিত। তাছাড়া কোন মুচি অর্থাৎ চামড়া সেলাইকারী সুঁই চামড়ায় ঢুকাবার সাথে সাথে যদি আযানের শব্দ কানে আসত, তখন সেই সুঁইটিকে বের না করেই চামড়া ও সুঁই সে অবস্থায় রেখেই দেরী না করে মসজিদে চলে যেতেন। অর্থাৎ উঠানো হাতুড়িটি দিয়ে একটি আঘাত লাগিয়ে দেওয়া কিংবা সুঁইটিকে অপরদিকে নিয়ে

www.dawateislami.net

আসাও তাদের নিকট বিলম্ব বলে মনে হত। অথচ এ কাজে সময়ই বা আর কত লাগে!' (কীমিয়ায়ে সাআদত, ১ম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা)

মে পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়ো বা জামাআত,
হো তৌফিক এয়সী আতা ইয়া ইলাহী!
মাঁই পড়তা হোঁ সুন্নতেঁ ওয়াক্ত হি পর,
হোঁ সারে নাওয়াফেল আদা ইয়া ইলাহী!
দেয় শওকে তিলাওয়াত দেয় যওকে ইবাদত,
রহোঁ বা অযু মে ছদা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বৃদ্ধটি কান্না করতে লাগলেন

আশিকানে রাসূলের ৩০ দিনের একটি **মাদানী কাফেলা আল্লাহর** রাস্তায় সফরে ছিল। এমন সময় এক জায়গায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের এক মাদানী হালকায় **'গোসলের ফরয'** যখন শিখানো হয় তখন একজন বৃদ্ধ লোক কান্না করতে করতে বললেন: আমার বয়স এখন ৭০ বৎসর, গোসলের ফরয কি জিনিস তা আমি এতদিন জানতাম না, **মাদানী কাফেলার** বরকতে আমি গোসলের ফরযগুলো শিখতে পেলাম। আফসোসের বিষয় যে, আমি তো এটাও জানতাম না যে, গোসলে ফরয বলতেও কিছু রয়েছে।

www.dawateislami.net

সর্বপ্রথম কি শিখা ফরয?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গোসলের ফরয সম্পর্কেও জানে না বলে স্বীকারকারী ৭০ বৎসর বয়স্ক ইসলামী ভাইয়ের উক্ত ঘটনাটি হতে **মাদানী কাফেলা**র প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আপনারা অবশ্যই ভাল করেই বুঝতে পারছেন। কোন মুসলমানকে রোগ-বালাইয়ে, অর্ধাহার-অনাহারে, ঋণগ্রস্থ অবস্থায়, বিপদ-আপদে, পার্থিব মুসিবতে কিংবা বিভিন্ন অসুবিধার শিকার হতে দেখে আমাদের মায়া হয়, হওয়াও দরকার। কিন্তু ভরপুর গুনাহের কারণে আখিরাতকে ধ্বংসকারীদেরকে দেখে কিংবা কবর ও জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী হওয়া কোন মুসলমানকে দেখে আদৌ কোন মায়া হয় না। এটি বড় আফসোসের কথা। দুনিয়াবী মুসিবতগুলোর তুলনায় আখিরাতের মুসিবতগুলোকে যেন তুচ্ছই মনে করা হচ্ছে। অথচ শারীরিক অসুস্থতার তুলনায় রূহানী বা গুনাহের রোগীকে বেশি করে দেখতে হবে। কারণ, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট মুসলমানকে আখিরাতে শান্তি দিতে পারে। কিন্তু একজন গুনাহগারকে তার গুনাহ দোজখের ভয়ঙ্কর গর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে, ইল্‌মে

www.dawateislami.net

দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। এতে করে অনেক কিছু জানা যাবে। তাহলেই তো বান্দা গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। গুনাহ-সাওয়াবের জ্ঞানই যদি না থাকে, তাহলে সুন্নাতে ভরা জীবনই বা সে কীভাবে সাজাতে পারবে? শত কোটি আফসোস! বর্তমান যুগে মুর্খ মুসলমানেরা নফস ও শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর জন্য তো মনে-প্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু ফরয সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই নেই। অথচ **আল্লাহ পাকের আখেরী নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ সকল মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।"

(ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস : ২২৪)

এই হাদীস শরীফটিতে স্কুল-কলেজের প্রচলিত দুনিয়াবী শিক্ষার কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে প্রয়োজনীয় ইলমে দ্বীনের জ্ঞানের কথা। সুতরাং সর্বপ্রথম শিখা ফরয হল; ইসলামী আকাইদ, এরপর নামাযের ফরয সমূহ, শর্ত সমূহ, নামায ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ অর্থাৎ কিভাবে নামায বিশুদ্ধ হয় এবং কিভাবে নামায ভঙ্গ হয়। অতঃপর পবিত্র রমজান শরীফ আগমন করলে যার উপর রোযা ফরয তার জন্য রোযার জরুরী মাসআলাগুলো, যার উপর যাকাত ফরয তার জন্য

www.dawateislami.net

যাকাতের মাস্আলাগুলো। অনুরূপ হজ্ব ফরয হওয়া সাপেক্ষে হজ্বের। বিয়ে করতে চাইলে সে বিষয়ে। ব্যবসায়ীকে ব্যবসার। ক্রেতাকে কেনার। চাকুরী যে করবে এবং যে কর্মচারী রাখবে, তাকে ইজারার (চাকুরী সম্পর্কিত মাসআলা)। এভাবে প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ মুসলমানের যার যার বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে মাস্আলা শিখা ফরজে আইন। অনুরূপ প্রতিটি মুসলমানের জন্য হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও ফরয। এছাড়াও 'মাসায়েলে কলব' (বাতেনী মাসআলা) অর্থাৎ ফরায়েজে ক্বলবিয়া যেমন: বিনয়, ইখলাস, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি সহ এগুলো অর্জনের পদ্ধতি। আর বাতেনী গুনাহ যেমন; অহংকার, রিয়া, হিংসা, খারাপ ধারণা পোষণ করা, বিদ্বেষ, শামাতত্ (কারো বিপদে আনন্দ পাওয়া) ইত্যাদি সহ এগুলো থেকে বাচাঁর জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৩ খন্ডের ৬১৩ থেকে ৬২৪ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)। মুহ্লিকাত অর্থাৎ হালাকত বা ধ্বংসের দিকে ধাবিতকারী বিষয় যেমন: ওয়াদাখেলাফী, মিথ্যাচারিতা, গীবত, চোগলখুরী,

www.dawateislami.net

অপবাদ, কুদৃষ্টি, প্রতারণা এবং মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি সহ সমস্ত ছগীরা ও কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে জরুরী বিধান শিখাও ফরয, তাহলে ওসব থেকে বাঁচা সম্ভব হবে। ড্রাইভার, প্যাসেঞ্জার, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন, ঋণগ্রস্থ, ঋণদাতা সুপারভাইজার-ঠিকাদার, ঘরের স্থপতি-মিস্ত্রি, কৃষক-জমিদার, মালিক-ভাড়াটিয়া, শাসক-শাসিত, ওস্তাদ-শাগরিদ, ডাক্তার-কবিরাজ, মুকিম-মুসাফির, কশাই, জেলে, চাঁদাবাজ-চাঁদাদাতা, মসজিদ বা মাদ্রাসা, কবরস্থান বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুতাওয়াল্লীবৃন্দ, বেচা-বিক্রির ও পোষা জীব-জন্তু, রাখাল, ধোপা, দর্জি, কামার, কুমার, কারিগর, শেষোক্ত পাঁচটি হতে সেলাইকারী, তৈরি করে ধোপা এমন লোক ইত্যাদি সকলের জন্য আপন অবস্থার প্রেক্ষিতে জরুরী মাস্আলাসমূহ শিখে নেওয়া ফরজে আইন। শয়তানের এই কুমন্ত্রনায় কখনও মন দিবেন না যে, শিখবেন তো আমল করতে হবে বরং শরীয়াতের সেই বিধান মনে রেখে দিবেন। কেননা, অবস্থা প্রেক্ষিতে ফরয ইলম না জেনে থাকা গুনাহ এবং জেনে না নেওয়ার মাধ্যমে গুনাহ করতে থাকা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ।

www.dawateislami.net

খোদায়া হাম ইসলামী আহকাম শিখেঁ,
বাঁচায়েঁ জো দোযখ ছে উহ কাম শিখেঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ভালো নিয়্যতের বরকতে মাগফিরাত হয়ে গেলো

খলিফা হারুনুর রশীদ رحمۃ اللہ علیہ এর সহধর্মিনী যুবাইদাকে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكِ؟ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বলল: আল্লাহ্ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলো: আপনার মাগফিরাতের কারণ কি ঐ সড়ক হয়েছিল, যেটাকে আপনি অনেক বেশি সম্পদ ব্যয় করে মক্কা শরীফের দিকে নির্মাণ করেছিলেন? বললো: না, এই সড়কের সাওয়াব তো কর্মচারীদের অর্জিত হয়েছে। আমাকে তো আল্লাহ্ পাক আমার ভালো নিয়্যতের কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(আল রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ৪২২ পৃষ্ঠা)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে, এম, ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৫৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net